তারিখ ...... 9 JAN 2012
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২

যায়যায়দিন

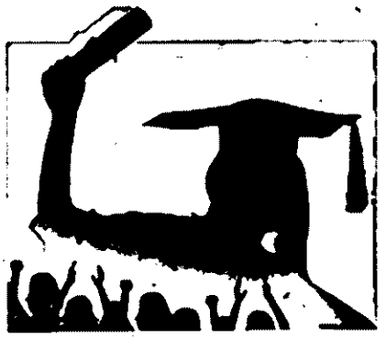

...র্ড পরীক্ষাগুলোর ফরম পূরণের ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীদের ...ছ থেকে কোচিং ফিসহ বিভিন্ন নামে অতিরিক্ত অর্থ ...দায় করা এবং নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের ...রম পূরণ করা এ দুটি অনিয়ম সর্বাধিক আলোচিত। ...র্ধারিত সেশনের শেষদিন পর্যন্ত বেতন নেয়া হলেও ৩-... মাস আগেই বন্ধ করে দেয়া হয় শ্রেণীকক্ষে পাঠদান। ...লে কোচিং ক্লাস। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা ...ধিদপ্তর এবং শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষসহ কারো অজানা নয় ...সব বিষয়। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ...রবার বলেছেন- 'পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রী বা বিশেষ ...রীক্ষা সামনে রেখে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাড়তি ক্লাস নেয়াকে ...ন্ত্রণালয় উৎসাহিত করে। তবে এ বিষয়টির সঙ্গে টাকা-...য়সার সম্পর্ক থাকা উচিত নয়।' অথচ এখনো বন্ধ হয়নি ...চিং ফি আদায়। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন ওঠে- শিক্ষা ...ন্ত্রণালয় নির্দেশিত এবং শিক্ষা বোর্ডকর্তৃক অনুমোদিত ...্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি দ্বারা পরিচালিত (শাসিত) ...বার পরও বেসরকারি স্কুল-কলেজগুলো নিয়ন্ত্রণ করা ...চ্ছে না কেন? নির্ধারিত সেশন পর্যন্ত যেহেতু টিউশন ফি ...াদায় করা হয় সেহেতু চূড়ান্ত পরীক্ষার আগ পর্যন্ত শ্রেণী ...ক্ষে পাঠদান নিশ্চিত করা সবারই নৈতিক দায়িত্ব।

অন্যদিকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এসএসসি ও এইচএসসি বং উআইবিএস পরীক্ষা এর আবেদন ফরম ফিলাপের বিভিন্ন নিয়মাবলী সংক্রান্ত পত্রে প্রতিবারই বলা হয়- 'জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী ছাড়া নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সব শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক...। কেবল বৈধ রেজিস্ট্রেশনধারী এবং নির্বাচনী পরীক্ষায় সব বিষয়ে উত্তীর্ণ

ফি, ফরম পূরণ ফি ইত্যাদি বাবদ হাজার হাজার টাকা। যা বহন করা অধিকাংশ অভিভাবকের পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই বাধ্য হয়েই এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষার আগে বন্ধ করে দিতে হয় তাদের লেখাপড়া। আবার বিশেষ বিবেচনায় বা বিশেষ চাপে এসব দুর্বল শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত পরীক্ষার ফরম পূরণের সুযোগ দেয়া হলেও বিশেষ কোচিং ফি এবং মোটা অঙ্কের প্রাইভেট ফি দিতে অক্ষম হওয়ায় কিংবা যথাযথ মেধা না থাকায় অকৃতকার্য হয়ে পিছিয়ে পড়ে বারবার। নষ্ট হয় সময় ও অর্থ। বাদ দিতে বাধ্য হয় লেখাপড়া। এভাবে প্রতি বছরই এসএসসি বা এইচএসসি পাস না করেই শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ে হাজার হাজার শিক্ষার্থী। অনেকে আবার পাস করে যায় তৃতীয়

শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়া রোধে করণীয়

মো. রহমত উল্লাহ্

শিক্ষার্থীরা আবেদন ফরম পূরণ করতে পাবে।' সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এ পত্রের অনুলিপি প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন দপ্তরে প্রেরণ করা হলেও সংশ্লিষ্ট স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি-গভর্নিংবডির সভাপতি ও সদস্যদের কাছে কোনো অনুলিপি প্রেরণ করা হয় না। অথচ কঠিন বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, ম্যানেজিং কমিটি-গভর্নিংবডির সভাপতি ও সদস্যদের মতের বাইরে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের পক্ষে কোনো সিদ্ধান্তই বাস্তবায়ন করে টিকে থাকা সম্ভব নয়। এ পত্র অনুসারে নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের আবেদন ফরম পূরণ থেকে বিরত রাখার কোনো ক্ষমতা প্রতিষ্ঠান প্রধানের(?) আছে কি ম্যানেজিং কমিটি-গভর্নিংবডির প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া? বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি-গভর্নিংবডির সভাপতি ও সদস্যদের চাপে-মৌখিক আদেশে (যার কোনো প্রমাণ প্রতিষ্ঠান প্রধানের কাছে থাকে না) বাড়ি থেকে ডেকে এনে ফরম পূরণ করে দিতে হয় এমন অছাত্রদের যারা, কোনোদিন ক্লাসে আসেনি এবং অভ্যন্তরীণ কোনো পরীক্ষাই দেয়নি; নির্বাচনী পরীক্ষা তো দূরের কথা। এতে এসব শিক্ষার্থীর জীবনে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই হয় বেশি। অথচ চূড়ান্ত পরীক্ষায় ভালো ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচনী পরীক্ষার গুরুত্ব অপরিসিম। অতীতে এ নির্বাচনী পরীক্ষার প্রশ্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই তৈরি করে পরীক্ষা নিয়ে পরীক্ষার্থী নির্বাচন করত। বর্তমানে শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রশ্ন সরবরাহ করে এ পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি ভালো উদ্যোগ। এতে একদিকে যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে নির্বাচনী পরীক্ষার গুরুত্ব, অন্যদিকে তেমনি সারাদেশে নিশ্চিত হয়েছে পরীক্ষার মান এবং কিছুটা হলেও কমেছে পক্ষপাতদুষ্ট শিক্ষকদের দৌরাত্ম্য। শিক্ষা বোর্ডের নির্ধারিত প্রশ্নে পরীক্ষা নিয়ে সঠিক ভাবে যোগ্য শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হলে অবশ্যই বেড়ে যাবে চূড়ান্ত পরীক্ষায় শতভাগ পাস ও আরো ভালো ফলাফল এর সম্ভাবনা। বৃদ্ধি পাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষা বিভাগ ও দেশের মর্যাদা। কিন্তু এতকিছু করার পরেও যদি নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে কিংবা কৃতকার্য না হয়ে অযোগ্য শিক্ষার্থীরা চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে যায় ম্যানেজিং কমিটি-গভর্নিং বডির সভাপতি ও সদস্যদের কারণে, তাহলে কীভাবে আসবে এ শুভ পদক্ষেপের সুফল? নির্বাচনী পরীক্ষায় এরূপ অকৃতকার্যদের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের ব্যাপারে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগও শোনা যায় প্রায় সময়ই। এ ক্ষেত্রসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি-গভর্নিং বডির সভাপতি ও সদস্যদের প্রতিও কিছু বাধ্য-বাধকতা আরোপ করা আবশ্যক। আমাদের বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণেই কিছু কিছু বিষয় বাস্তয়নের দায়িত্ব শুধু প্রতিষ্ঠান প্রধানের ওপর ছেড়ে না দিয়ে সরাসরি দিতে হবে উল্লিখিত ম্যানেজিং কমিটি-গভর্নিংবডির ওপর এবং নিশ্চিত করতে হবে জবাবদিহিতা। প্রয়োজনে গভর্নিংবডি-ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হওয়ার এবং বহাল থাকার গতানুগতিক বিধানে আনতে হবে ব্যাপক পরিবর্তন। কেননা এসব শিক্ষার্থীর ব্যর্থতার দায়ভার বহন করতে হয় শিক্ষকদের। পাসের হার কমে গেলে বা শূন্যের কোটায় নেমে গেলে বন্ধ হয়ে যায় শিক্ষকদের খোরাক। পেদানি

বিভাগে বা অত্যন্ত কম জিপিএ নিয়ে। কিন্তু সরকারি চাকরির জন্যই আবেদন করা যায় না এরূপ দুর্বল সরকারি সনদ দিয়ে! ফলে বাড়তে থাকে সনদবিহীন ও সনদধারী বেকারের সংখ্যা। বাড়তে থাকে পারিবারিক ও সামাজিক অশান্তি।

অথচ এমন সব দুর্বল ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের দেশে রয়েছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে রয়েছে পর্যাপ্ত সিট। আছে বিনা মূল্যের বই। নামমাত্র টিউশন ফি। নেই বাধ্যতামূলক কোচিং। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে সব বিষয় পরীক্ষা দিতে হয় না বিধায় তুলনামূলকভাবে অনেক সহজ ভালো রেজাল্ট করা। তাই সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের আওতায় নির্বাচনী পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে না পেরে যারা দিশাহারা হয়ে পড়ে, তাদের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি দশম-দ্বাদশ শ্রেণীতে নিয়ে কয়েকটি বিষয় করে ৬ মাস অন্তর অন্তর পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়া হলে অবশ্যই পাস করে যেতে পারে ভালোভাবে। বর্তমানে এ সুযোগ না থাকায় দুই বছর লস দিয়ে নবম-একাদশ শ্রেণীতে গিয়ে নতুন করে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রেশন করে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে অনীহা প্রকাশ করে শিক্ষার্থীরা বিশেষ করে মেয়ে শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা। তাই নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েও তারা চাপ প্রয়োগ করে থাকে সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের ফরম পূরণ করার জন্য। ফরম পূরণে ব্যর্থ হয়ে বা চূড়ান্ত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে অথবা যেনতেনভাবে (লটারিতে) পাস করে আর এগিয়ে নিতে পারে না লেখাপড়া। ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে শিক্ষাজীবন থেকে চলে যেতে বাধ্য হয় দুর্বিষহ বেকার জীবনে। এমন অবস্থায় বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর ঝরেপড়া রোধ করা এবং ভালোভাবে পাস নিশ্চিত করার জন্য সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের আওতায় রেজিস্ট্রেশনধারী নির্বাচনী পরীক্ষায় বা চূড়ান্ত পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের উন্মুক্ত

সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের আওতায় একসঙ্গে সব বিষয় পরীক্ষা দিয়ে সি গ্রেডে পাস করার চেয়ে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় চার-ছয়টি বিষয় করে পরীক্ষা দিয়ে বি গ্রেডে পাস করা শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং দেশের জন্য অনেক বেশি মঙ্গলজনক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় সরাসরি দশম-দ্বাদশ শ্রেণীতে রেজিস্ট্রেশন দিয়ে চার-ছয়টি করে বিষয়ের ফরম পূরণ করিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার ব্যবস্থা করা একান্ত অত্যাবশ্যক। সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের আওতায় রেজিস্ট্রেশন করে যারা দুই বছর কম-বেশি লেখাপড়া করেছে, তারা একসঙ্গে পরীক্ষা দিয়ে সব বিষয়ে পাস

খেতে হয় ম্যানেজিং কমিটির-গভর্নিংবডির কাছ থেকেও। শিক্ষকরা পান না উঁ শব্দটি করার কোনো সুযোগ। শিক্ষার্থীদের খারাপ ফলাফলসহ অনেক ক্ষেত্রেই উল্লিখিত ম্যানেজিং কমিটি-গভর্নিংবডির নেই কোনো দায়ভার। সবসময়ই তারা থেকে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাদের কোনো হারানোর ভয় নেই। কী অবাক ব্যাপার, অসীম ক্ষমতা আছে কিন্তু কোনো জবাবদিহিতা নেই!

আরো একটি বাস্তব বিষয় এখানে বিদ্যমান। বর্তমান নিয়ম অনুসারে একজন শিক্ষার্থী যে প্রতিষ্ঠান থেকে রেজিস্ট্রেশন করে কেবল সেই প্রতিষ্ঠান থেকেই পরীক্ষা দিতে পারে। দশম-দ্বাদশ শ্রেণীতে ওঠার পর প্রতিষ্ঠান বদলের আর কোনো সুযোগ থাকে না। ফলে কোনো শিক্ষার্থী নির্বাচনী পরীক্ষায় কোনো কারণে সব বিষয়ে পাস করতে ব্যর্থ হওয়ার দায়ে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নিতে না পারলে নিশ্চিতভাবে এক বছর পিছিয়ে পড়ে। পরবর্তী বছরেও নির্বাচনী পরীক্ষায় কোনো কারণে সব বিষয়ে পাস করতে ব্যর্থ হলে আরো এক বছর পিছিয়ে পড়ে। তদুপরি অবারো পরিশোধ করতে হয় সেই বহুল আলোচিত পুনঃভর্তি ফি, সেশন ফি, টিউশন ফি, প্রাইভেট ফি, কোচিং

করতে ব্যর্থ হলেও চার-ছয়টি করে বিষয়ে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পেলে সফল হতে পারবে। এতে বৃদ্ধি পাবে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং পাসের হার। চাকরিজীবী অনিয়মিত বয়স্ক শিক্ষার্থীদের চেয়ে এ নিয়মিত শিক্ষার্থীরা দুর্বল হলেও পরীক্ষায় তাদের চেয়ে কিছুটা হলেও ভালো করার সম্ভাবনাই বেশি। তাছাড়া সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের আওতায় একসঙ্গে সব বিষয় পরীক্ষা দিয়ে সি গ্রেডে পাস করার চেয়ে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় চার-ছয়টি বিষয় করে পরীক্ষা দিয়ে বি গ্রেডে পাস করা শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং দেশের জন্য অনেক বেশি মঙ্গলজনক। শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর স্বার্থে বর্তমান ডিজিটাল ব্যবস্থায় সাধারণ শিক্ষা বোর্ড থেকে রেজিস্ট্রেশন ট্রান্সফার করে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেয়া তেমন কোনো কঠিন কাজ নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদিচ্ছা ও একটি সিদ্ধান্তের ব্যাপার মাত্র।

মো. রহমত উল্লাহ্: শিক্ষাবিদ এবং অধ্যক্ষ- কিশলয় বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা
md.rahamotullah52@gmail.com